১৩.০৪.২০১৯

## পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার প্রার্থীদের হলফনামার বিশ্লেষণ

**পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় দার্জিলিং, জলপাইগুরি ও রায়গঞ্জে ৩টি কেন্দ্রে আগামী ১৮ই এপ্রিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪২ জন প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা বিস্তারিত তথ্যাবলী নীচে দেওয়া হল।**

পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ৩টি কেন্দ্রে যথা **দার্জিলিং, জলপাইগুরি ও রায়গঞ্জে** আগামী ১৮ই এপ্রিল ২০১৯ এ যে নির্বাচন হচ্ছে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ৪২ জন প্রার্থীর হলফনামা পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ ও এ.ডি.আর বিশ্লেষণ করেছে। এই বিশ্লষণ থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

এই দফায় নির্বাচনী লড়াই-এ রয়েছেন বিজেপি-র ৩ জন,তৃণমূল কংগ্রেসের ৩ জন, জাতীয় কংগ্রেসের ৩ জন, এস.ইউ.সি.আই এর ৩ জন,কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) ৩ জন, সি.পি.আই.এম-এর ৩ জন, নির্দল প্রার্থী ১৩ জন, বি.এস.পি-র ৩ জন এবং অন্যান্য দলের ৮ জন প্রার্থী রয়েছেন।

### বিভিন্ন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নির্বাচন প্রার্থীঃ

যে ৪২ জন প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লষণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১৩ জন (৩১%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বঘোষিত বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা রয়েছে এদের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী মামলা রয়েছে। যেমন খুন, খুনের প্রচেষ্টা, অপহরণ ধর্ষণ ও নানাবিধ মামলা যা জামিন অযোগ্য বা অপরাধ প্রমান হলে যার নূন্যতম শাস্তি ৫ বছরের কারাবাস। উপরোক্ত ১৩ জনের মধ্যে সি.পি.এম, জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের ২ জন করে প্রার্থী রয়েছেন।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে হলফনামা পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নানাবিধ গুরুতর ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে এখনও কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না।

### নির্বাচন প্রার্থীদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

এই দফার নির্বাচনে ৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ (৩৩%) জন প্রার্থী কোটিপতি। এদের সম্পদ ১ কোটি টাকার বেশী। এই পর্বে মোট সম্পদের বিচারে সবচেয়ে ধনী প্রার্থী রায়গঞ্জের শ্রী বিনয় কুমার দাস ( নির্দল) ও তার মোট ঘোষিত সম্পদ ১৮ কোটি টাকার বেশী। ওনার পরেই আছেন দার্জিলিং এর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। তার মোট ঘোষিত সম্পদ ১৫ কোটি টাকার বেশী। তিন নম্বর স্থানে আছেন দার্জিলিং এর জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী শঙ্কর মালাকার। তার মোট ঘোষিত সম্পদ ৩ কোটি টাকার বেশী।

দলগতভাবে দেখলে তৃনমূল কংগ্রেসের ৩ জন প্রার্থীর ৩ জনই কোটিপতি (১০০%), বিজেপি-র ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (৬৭%) ও জাতীয় কংগ্রেসের ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (৬৭%) কোটিপতি।

Scanned by CamScanner

এই পর্বের সবচেয়ে কম সম্পদ যে প্রার্থীদের তারা হলেন দার্জিলিং-এর ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান ফ্রন্ট (মোট ঘোষিত সম্পদ ৩ হাজার টাকার একটু বেশী)। এছাড়া মহঃ শাজাহান বাদশা (রায়গঞ্জ নির্দল) ও সুনীল পন্ডিত (দার্জিলিং, রাষ্ট্রীয় জনসচেতন পার্টি) এর মোট সম্পদ যথাক্রমে ৫৭ হাজার ও ১ লক্ষ টাকার সামান্য বেশী।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দলীয় চিত্রটি হল তৃনমূল কংগ্রেসের ৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ১ কোটি টাকা +, বিজেপি-র ৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৫ কোটি টাকা +, জাতীয় কংগ্রেসের ৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ১ কোটি টাকা +, সিপি আই এম -এর ৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ১ কোটি টাকা +, ১৩ জন নির্দল প্রার্থীর গড় সম্পদ ১ কোটি টাকা +, ৩ জন এস.ইউ.সি.আই প্রার্থীর গড় সম্পদের পরিমান ১৫ লক্ষ টাকা + ইত্যাদি।

এই পর্যায়ের ৪২ জনের মধ্যে ১৩ জন প্রার্থী তাঁদের দায় বা লাইবেলিটিসের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে সবার আগে রয়েছেন দার্জিলিং-এর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা (২ কোটি টাকা +)। এছাড়া +, জলপাইগুড়ির নির্দল প্রার্থী হরেকৃষ্ণ সরকার (১৭ লক্ষ টাকা +), জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায় (১৩ লক্ষ টাকা +) উল্লেখযোগ্য।

৪২ জনের মধ্যে ১৪ জন প্রার্থী আয়কর রির্টাণ সম্পর্কে কোন তথ্য দেন নি। এদের মধ্যে ৭ জন নির্দল; অন্যরা হলেন এস.ইউ.সি.আই এর ২ জন;কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) ৩ জন; ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান ফ্রন্ট ১ জন ও আম্বেদকারাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ১ জন প্রার্থী।

৪২ জনের মধ্যে ৩ জন প্রার্থী প্যান কার্ডের তথ্য দেন নি। এদের মধ্যে ২ জনই কামতাপুর পিপলস পার্টির (ইউনাইটেড)।

৪২ জনের মধ্যে ২৮ জন প্রার্থীই কেবল আয়কর রির্টান সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছেন। বিজেপি-র ৩ জন,তৃণমূল কংগ্রেসের ৩ জন, জাতীয় কংগ্রেসের ৩ জন, সি.পি.আই.এম-এর ৩ জন প্রার্থী আয়কর তথ্য দিয়েছেন।

হলফ নামায় বিগত বছরের আয়ের স্বঘোষিত চিত্র থেকে দেখা যায় প্রার্থীদের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সবথেকে ধনী প্রার্থী হলেন দার্জিলিং-এর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা (২ কোটি টাকা +)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রায়গঞ্জের প্রার্থী কানাইয়ালাল আগারওয়াল (১৭ লক্ষ টাকা +) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির প্রার্থী বিজয় চন্দ্র বর্মন (১৩ লক্ষ টাকা +)। এছাড়াও বিজেপির জলপাইগুড়ির প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায় (৯ লক্ষ টাকা +), সি.পি.আই.এম-এর রায়গঞ্জের প্রার্থী মহঃ সেলিম (৭ লক্ষ টাকা +), জাতীয় কংগ্রেসের রায়গঞ্জের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সি ((৭ লক্ষ টাকা +) উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের আর্থিক প্রেক্ষাপট দেখে এটা বলাই যাই যে রাজনৈতিক দলগুলি কোটিপতি বা উচ্চবিত্ত প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিচ্ছে। অথচ এদের অনেকেরই আর্থিক দায়বদ্ধতা বোধ নেই যেজন্য তারা অনেকেই আয়কর তথ্য বা প্যান কার্ড সম্পর্কে কোন তথ্য হলফনামায় প্রকাশ করেন নি।

Scanned by CamScanner

*অন্যান্য তথ্যাবলীঃ*

এই দফার ৪২ জন প্রার্থীদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে ৫০ এর বেশী বয়সের প্রার্থীর সংখ্যাই বেশী, মোট ২৪ জন (৫৭%), ১৮ জন প্রার্থীর বয়স ২৫ বছর থেকে ৫০ বছরের এর মধ্যে (৪৩%)।

৪২ প্রার্থীদের মধ্যে ৩ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন অর্থাৎ মাত্র ৭% মহিলা প্রার্থী দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদিও সব রাজনৈতিক দলই মহিলাদের ক্ষমতায়ন, এমনকি সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষনে কথা বলেন কিন্তু কার্যত ভোট যুদ্ধে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেরে এখনও পুরুষ প্রার্থীদেরই পাল্লা ভারী।

পুর্নাঙ্গ রিপোর্টটি ইংরাজীতে সংলঙ্গ করা হল।

উজ্জয়িনী হালিম

(উজ্জয়িনী হালিম)

রাজ্য সংযোজক

Scanned by CamScanner